আমি ফেসবুকে ১ নম্বরে আর মোদি ২ নম্বরে: ট্রাম্প

আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ভারত সফরে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে নাকি উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন তিনি।

ভারতে আসার আগে ফেসবুকে জনপ্রিয়তার উদাহরণ তুলে ধরলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইট করেন, ‘আমি মনে করি এটা একটা বড় সম্মান।

মার্ক জুকারবার্গ সম্প্রতি জানিয়েছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ফেসবুকে ১ নম্বরে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি ২ নম্বরে রয়েছেন।

আসলে, আমি আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে মধ্যেই ভারতে যাচ্ছি। তাই এই সফরের জন্যে দিন গুণছি এখন।

আগামী ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে নিয়ে ভারত সফরে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, গুজরাটের আমেদাবাদ এবং নয়া দিল্লিতে যাবেন তিনি।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দারুণ ভাবে ভারতে স্বাগত জানানো হবে, জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ভারত সফরের আগে শনিবার সকালে ট্রাম্প একটি টুইট করেন, যেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং ফেসবুকের প্রধান মার্ক জুকারবার্গের কথা উল্লেখ করেন।

ভারতের তরফ থেকে এমনভাবে স্বাগত জানানো হবে যে তা চিরদিন মনে রাখবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, একথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

প্রধানমন্ত্রী মোদি টুইটে লেখেন, ভারত আমাদের সম্মানিত অতিথিদের মনে রাখার মতো করে স্বাগত জানাবে।

এই সফর একটি বিশেষ সফর এবং এটি ভারত-মার্কিন বন্ধুত্বকে আরও দৃঢ়তর করতে সাহায্য করবে, আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে দু’দেশের সম্পর্ককে।

সুত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাসের রুদ্রমূর্তি: ২৪ ঘণ্টায় প্রাণ গেল ২৪২ জনের

হঠাৎ করেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে চীনের প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। ২৪ ঘণ্টায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৪২ জন। মারা যাওয়া ওই ২৪২ জনের সবাই হুবেইপ্রদেশের।

এই ভাইরাসে চীনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে এখন এক হাজার ৩৫৫ জনে দাঁড়িয়েছে। চীনের বাইরে হংকং ও ফিলিপাইনে একজন করে মোট দুজন মারা গেছেন। খবর বিবিসির।

এ ভাইরাসে চীনে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৯ হাজার ৫৩৯ জন এবং চীনের বাইরে ৫২৪ জন। সব মিলিয়ে পুরো বিশ্বে আক্রান্তের সংখ্যা ৬০ হাজার ৬৩ জনে দাঁড়িয়েছে।

এখন পর্যন্ত মোট পাঁচ হাজার ৬৮০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানায়, বুধবার ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ১৪ হাজার ৮৪০ জন।

এ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ৫৯ হাজার ৫৩৯ জন। এর মধ্যে ৬ হাজার ৫০০ জনের অবস্থা ভয়াবহ বলে জানানো হয়েছে। পর্যবেক্ষণে রয়েছে এক লাখ ৮৫ হাজার মানুষ।

হুবেইপ্রদেশের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রদেশটিতে নতুন করে ১৪ হাজার ৮৪০ জন আক্রান্ত হয়েছে।

এ নিয়ে হুবেইপ্রদেশে মারা গেছে এক হাজার ৩১০ জন, আক্রান্ত হয়েছে ৪৮ হাজার ২০৬ জন। হুবেইপ্রদেশের রাজধানী উহানে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৮৪০ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে।

সেখানকার একটি সামুদ্রিক খাদ্য ও মাংসের বাজার থেকে করোনাভাইরাসটির উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভাইরাসটি যাতে ছড়িয়ে না যায়, সে জন্য চীন হুবেইপ্রদেশকে পুরো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ওই অঞ্চলের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে চীনসহ বাইরের বিশ্বের।

এদিকে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিদিন যে পরিমাণ আক্রান্তের খবর আসছে, তাতে আক্রান্তের আসল খবর জানা যাচ্ছে না।

কারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যারা হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে, শুধু তাদের হিসাব পরিসংখ্যানে ধরা হচ্ছে। তাই এর প্রকৃত হিসাব বের করা বা জানা খুবই কঠিন ব্যাপার, যা আরেকটি আশঙ্কার কারণ।

চীনের সব প্রদেশসহ বিশ্বের ২৬ দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে। চীনের বাইরে এ পর্যন্ত ৫২৪ জন আক্রান্ত শনাক্ত করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) স্বাস্থ্যগত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন- বামন্দী বাজারের গিয়াস স্টিল কারখানা এখন ইভটিজারের আস্তানা

বিদ্রোহীদের হামলায় ৫১ সিরীয় সেনা নিহত: তুরস্ক

সিরিয়ায় তুর্কিসমর্থিত বিদ্রোহীদের হামলায় রুশসমর্থিত সিরিয়ার সরকারি বাহিনীর ৫১ সদস্য নিহত হয়েছে। বিদ্রোহীদের সর্বশেষ ঘাঁটির বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রগতির পরেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

ঘটনাস্থলের সূত্রের বরাতে তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এমন দাবি করেছে। এ ছাড়া সিরিয়ার দুটি ট্যাংক ও গোলাবারুদের ভাণ্ডারও ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।-খবর রয়টার্সের

এর কয়েক ঘণ্টা আগে একটি যুদ্ধ পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা জানায়, ইদলিব অতিক্রম করে যাওয়া আলেপ্পো থেকে দামেস্কোর একটি মহাসড়কের

নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে সরকারি বাহিনী। ২০১২ সালে গৃহযুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম এমন কোনো অগ্রগতির খবর এসেছে।

তবে এ বিষয়ে সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে কিছু বলা হয়নি। বিদ্রোহীদের সূত্র পরিবর্তিতে জানিয়েছে, উত্তরাঞ্চলীয় কয়েকটি এলাকায় যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।

বিদ্রোহীরা সিরিয়ার একটি সামরিক হেলিকপ্টার গুলি করে ভূপাতিত করে এবং নাইরাব শহরের দিকে অগ্রসর হয়। তুরস্ক বলছে, সিরীয় সরকারি বাহিনী ওই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে।

তুরস্কের গোলন্দাজার বাহিনীর সমর্থনে বিদ্রোহীরা আরও শক্তিশালী হয়েছে। সারাকেবের কাছাকাছি সরকারি বাহিনীর কাছে হারানো এলাকা উদ্ধারে তারা পূর্ণোদ্যমে লড়াই শুরু করে দিয়েছে। সরকারি বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করার কথাও জানিয়েছেন বিদ্রোহী কমান্ডার।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-গ্যালাক্সি সিরিজের উদ্ভাবনী ফিচার নিয়ে গ্যালাক্সি নোট টেন লাইট দেশের বাজারে

করোনাভাইরাস: আনন্দে ভ্রমণে বেরিয়ে চরম বিপাকে ১৫ হাজার যাত্রী, ভাসছেন সাগরে

ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠছে মরণঘাতী করোনাভাইরাস। যতই দিন যাচ্ছে মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এই ভাইরাসে। এরই মধ্যে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে ১৫ হাজারেরও বেশি যাত্রী নিয়ে বিপাকে পড়েছে চারটি সুবিশাল প্রমোদতরী। কেউ গন্তব্যে যেতে পারছে না, কেউ গন্তব্যে পৌঁছালেও থাকতে হচ্ছে কোয়ারেন্টাইনে। জাহাজ

থেকে নামতেও পারছেন না যাত্রীরা। ফলে আনন্দভ্রমণে বেরিয়ে এখন একপ্রকার বন্দি জীবন কাটছে তাদের।

ডায়মন্ড প্রিন্সেস
গত ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে অন্তত তিন হাজার ৭শ যাত্রী নিয়ে জাপানের ইয়োকোহামা বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে এ প্রমোদতরী। জাহাজটির অন্তত ১৩৫ যাত্রীর শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। এর মধ্যে ২৪ জনই মার্কিন নাগরিক। আক্রান্ত যাত্রীদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। বাকিদের আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জাহাজেই কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে।
ওয়েস্টারডাম
অন্তত দুই হাজার যাত্রী নিয়ে সাগরে ভাসছে ওয়েস্টারডাম। গত ১ ফেব্রুয়ারি এটি হংকং ছেড়ে আসে। কিন্তু করোনাভাইরাস আক্রান্ত থাকতে পারে আশঙ্কায় জাহাজটিকে বন্দরে ঢুকতে দিচ্ছে না কোনও দেশ। এরই মধ্যে জাপান, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, গুয়ামের বেশ কয়েকটি বন্দর তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে। সোমবার শোনা যাচ্ছিল জাহাজটি থাইল্যান্ডের লায়েম চাবাং বন্দরে নোঙ্গর করবে। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে জানা যায়, সেই প্রস্তাবও নাকচ করে দিয়েছে ব্যাংকক কর্তৃপক্ষ।

ওয়ার্ল্ড ড্রিম
প্রায় পাঁচদিন ধরে তিন হাজার ৬শ যাত্রী নিয়ে হংকংয়ের বন্দরে আটকে আছে এই প্রমোদতরী। জাহাজটির পুরোনো কিছু যাত্রীর শরীরে করোনাভাইরাস পাওয়া যাওয়ায় কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে বর্তমান যাত্রীদের। তবে এখন পর্যন্ত সেখানে নতুন করে কেউ আক্রান্ত হননি।

অ্যান্হিম অব দ্য সি
দৈত্যাকার এ জাহাজটি প্রায় সাড়ে ছয় হাজার যাত্রী নিয়ে দু’দিন ধরে আটকে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি বন্দরে। গত শনিবার জাহাজটির বন্দর ছাড়ার কথা ছিল। তবে এতে ফেরা চার যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য তারাসহ অন্তত ২৭ জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ফলে আটকে যায় জাহাজটির গন্তব্যে ফেরা।

তবে পরীক্ষায় কারও শরীরেই ভাইরাস সংক্রমণ ধরা না পড়ায় অবশেষে রওয়ানা দেওয়ার অনুমতি পেয়েছে ক্যারিবিয়ান প্রমোদতরীটি। ফ্লোরিডা হয়ে বাহামা যাওয়ার কথা থাকলেও সোমবার সরাসরি বারমুডার উদ্দেশে যাত্রা করেছে এটি। দুর্ভোগে পড়া যাত্রীরা পরবর্তী ভ্রমণে অর্ধেক মূল্যছাড় পাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছে অ্যান্হিম অব

দ্য সি কর্তৃপক্ষ।

সূত্র: সিএনএন

আরো পড়ুন –ফাইনালের ধাক্কাধাক্কিতে শাস্তি পেলেন বাংলাদেশের তিনজন

করোনাভাইরাসে একদিনে মারা গেলেন ৯৭ জন

বৈশ্বিক আতঙ্কে পরিণত হওয়া করোনাভাইরাস দ্রুতগতিতে মহামারী রূপ নিচ্ছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা।

প্রতিদিন মৃতের সংখ্যা তার আগের দিনকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

শনিবার একদিনে মৃত্যুর মিছিলে যোগ হয় ৮৯ জন, যা ছিল শুক্রবারের রেকর্ডকে ছাপিয়ে একদিনে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঘটনা।

শুক্রবার ৮৬ জন মারা গিয়েছিলেন।

রোববার পেছনের সব সংখ্যাকে ছাড়িয়ে একদিনে মৃত্যুর রেকর্ড সর্বোচ্চ সংখ্যা বসাল এই প্রাণঘাতী ভাইরাস।

এদিন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৯৭ জন। এ নিয়ে চীনে মোট প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়াল ৯০৮ জনে।

দেশটির জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন বলছে, করোনাভাইরাসে চীনের মূল ভূখণ্ডেই এ পর্যন্ত ৯০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা এখন ৪০ হাজার ১৭১ জন। এ ছাড়া আরও ১ লাখ ৮৭ হাজার ৫১৮ জনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

নতুন করে আক্রান্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা কিছুটা স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন।

স্বাস্থ্য কমিশনের দাবি, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ৩ হাজার ২৮১ রোগীকে চিকিৎসাসেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

এদিকে ভাইরাসটি চীনের সীমান্ত পেরিয়ে ২৮ দেশে সংক্রমিত হয়েছে।

ভাইরাসটির বিস্তারের তালিকায় চীনের পর এখন দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জাপান। সেখানে আক্রান্ত হয়েছে ৯০ জন। তৃতীয় স্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর। সেখানে সর্বশেষ বাংলাদেশিসহ মোট আক্রান্ত হয়েছে ৪৩ জন।

জানা গেছে, চীনের বাইরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হংকং ও ফিলিপাইনে মারা গেছেন দুজন। ফিলিপাইনে মৃত্যু হওয়া ওই ব্যক্তি চীনা নাগরিক।

তবে চীনে আক্রান্ত হয়ে মৃতদের তালিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশের নাগরিক রয়েছে।

করোনাভাইরাসে হতাহতের দুই-তৃতীয়াংশ চীনের হুবেইপ্রদেশের। এই প্রদেশের রাজধানী উহান থেকে এই ভাইরাসের উৎপত্তি।

উৎপত্তির ছয় সপ্তাহ পর শনিবারই করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা ২০০৬-০৭ সালের আতঙ্ক সার্সকে (সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম) অতিক্রম করেছে।

সার্স সেই সময় বিশ্বের ২৪ দেশে ছড়িয়ে পড়লেও এতে মৃত্যু হয়েছিল সব মিলিয়ে ৭৭৪ জন।

প্রসঙ্গত গত ৩০ ডিসেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হুশিয়ারের পর নতুন করোনাভাইরাস শনাক্ত করে চীন। বিজ্ঞানীরা প্রথম থেকেই ধারণা করে আসছেন যে, বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশটির হুবেইপ্রদেশের উহান শহরের একটি সি ফুড মার্কেট থেকে ওই ভাইরাস ছড়িয়েছে।

সি ফুডের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীও ওই মার্কেটে বিক্রি হতো, যা পরে বন্ধ করে দেয় চীনা কর্তৃপক্ষ। গোড়ার দিকে সাপ, বাদুড় ও ভোঁদড়ের দিকে ইঙ্গিত ছিল অনেকের।

এখন সেসব প্রাণীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বনরুইয়ের নাম।

তবে বিজ্ঞানীদের আরেকটি অংশের বক্তব্য– করোনাভাইরাস সাপকে পোষক হিসেবে ব্যবহার করে, এমন কোনো প্রমাণ কখনও মেলেনি।

আরো পড়ুন-সিঙ্গাপুরে এক বাংলাদেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত

সিঙ্গাপুরে এক বাংলাদেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত

সিঙ্গাপুরে তিনজন নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজন বাংলাদেশের এবং অন্য দুজন সিঙ্গাপুরের নাগরিক। করোনাভাইরাস–আক্রান্ত তিনজনের কারও সম্প্রতি চীন সফরের অভিজ্ঞতা নেই।

সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে দ্য স্ট্রেইট টাইমস আজ রোববার এ খবর জানিয়েছে।

সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের এক নাগরিকের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবরটি করেছেন।

মোস্তাফিজুর রহমান এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের এক কর্মীর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য আমাদের জানিয়েছেন। নিরাপত্তার খাতিরে ৩৯ বছরের ওই বাংলাদেশির পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। আশা করছি, সোমবারের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

এ মুহূর্তে ভাইরাস–আক্রান্ত ওই বাংলাদেশিকে ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফেকশাস ডিজিস বা এনসিআইসিডিতে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্যের সবশেষ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় যা যা করার, হাইকমিশনের পক্ষ থেকে তা করা হবে।’

দ্য স্ট্রেইট টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, ভাইরাসের লক্ষণ বুঝতে পেরে

বাংলাদেশের ওই কর্মী ৩ ফেব্রুয়ারি সাধারণ একটি ক্লিনিকে যান। ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে যান চেঙ্গি জেনারেল হাসপাতালে। ৮ ফেব্রুয়ারি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে করোনাভাইরাসে তাঁর আক্রান্তের বিষয়টি চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করেন। পরে তাঁকে এনসিআইসিডিতে পাঠানো হয়।

সূত্র: প্রথমআলো

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ বাংলাদেশের

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন! বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন! উনিশের যুবাদের হাত ধরে বিশ্বজয় করল বাংলাদেশ। পচেফস্ট্রুমে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের স্নায়ুক্ষয়ী ফাইনালে চারবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে বৃষ্টি আইনে ৩ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা নিজেদের করে নিল আকবর আলী-পারভেজ হোসেন, শরিফুল ইসলামরা, তানজীব হাসানরা। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম ক্রিকেট দুনিয়াকে বার্তা দিয়ে রাখল—আমরা উঠে আসছি।

কী অসাধারণ ধৈর্যের না পরিচয় দিয়েছেন আকবর আলী। ক্যাপ্টেনস নক যাকে বলে সেটিই। রীতিমতো ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আকবর খেলে গেছেন। ৭৭ বলে ৪৩ রান করে তিনি আজ জাতীয় বীর। শেষের দিকে রকিবুলও কম যাননি। ভারতীয় বোলারদের বোলিং-তোপগুলো সামলে তিনি অধিনায়ককে সঙ্গ দিয়ে গেছেন অসাধারণ কৃতিত্বে। দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দিয়েই মাঠ ছেড়েছেন এ দুজন।

যশস্বী জয়সোয়ালের বলে সপ্তম উইকেট পড়ে যাওয়ার পর (পারভেজ হোসেন) মনে হচ্ছিল জয়টা দূর দিগন্তেই থেকে যাবে। তখনো জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩৫ রান। কিন্তু এ সময় আকবর নতুন কৌশল হাতে নেন। উইকেটে টিকে থাকতে হবে। হাতে বল অনেক। উইকেটগুলোই কেবল আগলে রাখতে হবে। আকবরের নতুন কৌশলে নিজেকে মিলিয়ে দেন রকিবুল। ভারতের প্রতিটি বল দেখে শুনে খেলেছেন তাঁরা। একপর্যায়ে টানা ২৫ বলে রানশূন্য ছিল বাংলাদেশ। ধীরে ধীরে নিজেদের খোলস থেকে বের

সেমিফাইনালে উঠতেই স্বপ্নটা আবার ডানা মেলতে শুরু করে। শেষ চারের লড়াইয়ে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ফাইনাল নিশ্চিত করেই লক্ষ্য ছিল একটাই—শিরোপা। বাংলাদেশের ক্রিকেটের নতুন এক প্রজন্ম লক্ষ্যটাকে নিজেদের করে নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাটা জানিয়ে দিল দারুণভাবেই।

সূত্র: প্রথমআলো

করোনাভাইরাস: এবার চীনকে বন্ধুত্বের পরিচয় দিল ইরান

পাকিস্তানের পর এবার চীনকে বন্ধুত্বের পরিচয় দিল ইরান। করোনাভাইরাস প্রতিরোধে চীনে ৩০ লাখ মাস্ক পাঠিয়েছে ইরান।

চীনে চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠানোয় ইরানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে বেইজিং।

ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনা এ তথ্য জানিয়েছে।

চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হুয়া চুনিং বেইজিংয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ইরান এ পর্যন্ত করোনাভাইরাস প্রতিহত করার জন্য চীনে ৩০ লাখ মাস্ক পাঠিয়েছে এবং প্রয়োজনে আরও বেশি চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠাতে নিজের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেছে।

তিনি বলেন, তার দেশের প্রতি ইরান সরকারের এই আস্থা দুই দেশের মধ্যে আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার বিষয়টি প্রমাণ করে।

হুয়া চুনিং বলেন, চীন করোনাভাইরাস সম্পর্কিত সব তথ্য বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরছে এবং বেইজিং বিশ্বাস করে শিগগিরই এই ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

চীন সরকার করোনাভাইরাস প্রতিহত করার লক্ষ্যে যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে সম্প্রতি ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মাদ জাভেদ জারিফ তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এর আগে চীনে নিজেদের ফ্লাইট চালু করে পাকিস্তানের বিভিন্ন এয়ারলাইনস। এমন একসময় এই উদ্যোগ এসেছে, যখন বিশ্বব্যাপী এয়ারলাইনসগুলো চীনে তাদের ফ্লাইট সেবা স্থগিত করে দিয়েছে।

গত ৩০ ডিসেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হুশিয়ারের পর নতুন করোনাভাইরাস শনাক্ত করে চীন। বিজ্ঞানীরা প্রথম থেকেই ধারণা করে আসছেন যে, বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশটির হুবেইপ্রদেশের উহান শহরের একটি সি ফুড মার্কেট থেকে ওই ভাইরাস ছড়িয়েছে।

প্রাণঘাতী করোনভাইরাসে এখন পর্যন্ত ৮১৩ জন মারা গেছেন। আর আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪ হাজারের বেশি।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-09-02-2020

করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮১৩, ছাড়িয়ে গেল সার্সকেও

বৈশ্বিক আতঙ্কে পরিণত হওয়া করোনাভাইরাস দ্রুতগতিতে মহামারী রূপ নিচ্ছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা।

চীনে শুক্রবার ৮৬ জনের বেশি মারা গেছেন। যেটি ছিল একদিনে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঘটনা। সব মিলিয়ে শুক্রবার পর্যন্ত করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭২৪ জনে পৌঁছায়। আক্রান্ত হন ৩৫ হাজারের বেশি।

এ পরিসংখ্যান দিতে না দিতেই একদিন পর সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৮১৩-তে। অর্থাৎ একদিনে মৃত্যুর মিছিলে যোগ হলো ৮৯ জন।

রোববার সকালে চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন এ তথ্য দিয়েছে। সে হিসাবে শুক্রবারের রেকর্ডকে ছাপিয়ে একদিনে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঘটনা এটিই।

দেশটির জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন বলছে, করোনাভাইরাসে চীনের মূল ভূখণ্ডেই এ পর্যন্ত ৮১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া হংকং ও ফিলিপাইনে মারা গেছে আরও দুজন। সেই হিসাবে উৎপত্তির ছয় সপ্তাহ পর ২০০২-০৩ সালের আতঙ্ক সার্সকে (সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম) অতিক্রম করল করোনাভাইরাস।

সার্স সেই সময় বিশ্বের ২৪ দেশে ছড়িয়ে পড়লেও এতে মৃত্যু হয়েছিল সব মিলিয়ে ৭৭৪ জন।

প্রসঙ্গত গত ৩০ ডিসেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হুশিয়ারের পর নতুন করোনাভাইরাস শনাক্ত করে চীন। বিজ্ঞানীরা প্রথম থেকেই ধারণা করে আসছেন যে, বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশটির হুবেইপ্রদেশের উহান শহরের একটি সি ফুড মার্কেট থেকে ওই ভাইরাস ছড়িয়েছে।

সি ফুডের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীও ওই মার্কেটে বিক্রি হতো, যা পরে বন্ধ করে দেয় চীনা কর্তৃপক্ষ। গোড়ার দিকে সাপ, বাদুড় ও ভোঁদড়ের দিকে ইঙ্গিত ছিল অনেকের।

এখন সেসব প্রাণীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বনরুইয়ের নাম।

তবে বিজ্ঞানীদের আরেকটি অংশের বক্তব্য– করোনাভাইরাস সাপকে পোষক হিসেবে ব্যবহার করে, এমন কোনো প্রমাণ কখনও মেলেনি।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-ঝিনাইদহে বিভিন্ন মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী গ্রেফতার

করোনাভাইরাস: ২০ হাজার রোগীকে মেরে ফেলতে আদালতের অনুমতি চাইছে চীন!

করোনাভাইরাস: ২০ হাজার রোগীকে মেরে ফেলতে আদালতের অনুমতি চাইছে চীন!
প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ২০ হাজার রোগীকে মেরে ফেলতে চীন সরকার আদালতের কাছে অনুমতি চেয়েছে বলে খবর বেরিয়েছে।

সম্প্রতি ‘ab-tc.com-City News’ নামক একটি সংবাদমাধ্যমের একটি রিপোর্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম এই সময়।

ওই রিপোর্টের শিরোনামে লেখা হয়েছে, ২০ হাজার করোনভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের প্রাণে মারতে উদ্যোগী হয়ে কোর্টের অনুমতি চাইছে চীন সরকার।

রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, সংক্রমণ যাতে আর না ছড়িয়ে পড়ে তা বন্ধ করতেই মূলত এই চিন্তাভাবনা করছে জিনপিংয়ের দেশ। আর এই খবর বহু মানুষ নানান সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

তবে ইংরেজিতে লেখা সেই রিপোর্টের প্রথম বাক্যেই China কে লেখা হয়েছে Chhina। লেখা হয়েছে, ‘করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে আক্রান্ত ২০ হাজার রোগীকে মারতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম পিপলস কোর্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় সরকার’।

ওই রিপোর্টে একটি ডকুমেন্টের উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ‘স্টেট’ কোর্টের কাছে লিখছে, ‘এই দেশটা হয়তো সব নাগরিকদেরই হারাবে, যদি না খুব শিগগিরই ওই আক্রান্তরা নিজেদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে স্বাস্থ্যকর্মী থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অন্যান্য আরও মানুষকে বাঁচান।’

তবে ‘ab-tc.com’ ওয়েবসাইটটি কোনো বাইলাইন (রিপোর্টারের নাম)

ছাড়াই কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা লিখেই এই গুরুতর খবরটি প্রকাশ করেছে।

এই ওয়েবসাইটটি ছাড়া আর কোনো আন্তর্জাতিক মিডিয়া এ ধরনের কোনো খবর প্রকাশ করেনি।

যে খবরটি প্রকাশিত হয়েছে তার নীচে কোনো ডিসক্লেইমার দেয়া হয়নি। এমনকি রিপোর্টটি ফিকশন নাকি স্যাটায়ার তারও কিছুই জানানো হয়নি।

এদিকে Snopes fact-check-এর পক্ষ থেকে এই রিপোর্টের সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কীভাবে দিনের পর দিন একটা ওয়েবসাইট এই ধরনের ভুয়ো খবর প্রকাশ করতে পারে। একই সঙ্গে সেখানে আরও বলা হয়েছে যে, এই ধরনের ভুয়া খবর প্রকাশের জন্য এই ওয়েবসাইটকে বিশ্বাস করা যাবে না।

চীনের সুপ্রিম পিপলস কোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটেও এই ধরনের কোনো ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-উত্তর কোরিয়ায় করোনাভাইরাস ছড়ায়নি কেন?